The Great 'EMU WAR'

পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাস জয়-পরাজয়ের গল্পে সমৃদ্ধ। কিন্তু ১৯৩২ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে যে অদ্ভুত যুদ্ধ হয়েছিল, তা প্রাণীকুলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে চরম আঘাত হানে। সেদিন মানুষের বিরুদ্ধে লড়েছিল উড়তে অক্ষম কিছু পাখি - এমু, যাদের আরেকনাম উটপাখি। মানুষ আর প্রকৃতির এই অসম লড়াই ইতিহাসে "গ্রেট এমু ওয়ার" নামে পরিচিত। আর সেই যুদ্ধে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে হার মানতে হয়েছিল প্রকৃতির সামনে। যা তাক লাগিয়েছিলো পুরো বিশ্বকে।

যুদ্ধের পটভূমি:

১৯৩০-এর দশকের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ খরার সময় হাজার হাজার ক্ষুধার্ত এমু পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কৃষিজমিতে হানা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপনকারী প্রায় ৫,০০০ সৈন্য-কৃষক তাদের ফসল রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছিলেন। এমুদের আক্রমণে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিছু প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২,০০০ পাউন্ড গম নষ্ট হচ্ছিল।

সামরিক অভিযান:

১৯৩২ সালের ২ নভেম্বর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্যার জর্জ পিয়র্সের নির্দেশে রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান আর্টিলারির ৭ম ব্যাটারি থেকে দু'জন সৈন্য (মেজর জি.পি.ডব্লিউ মেরেডিথ ও সৈন্যিক ও'হ্যালরা) দুইটি লুইস মেশিনগান ও ১০,০০০ রাউন্ড গোলাবারুদ নিয়ে এমুদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। তাদের সহায়তায় ছিলেন স্থানীয় কৃষকরাও।

যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি:

প্রথম দিনেই সেনারা ৫০টি এমুর একটি দলের মুখোমুখি হয়। কিন্তু মেশিনগানের গুলিতে মাত্র ১২টি এমু নিহত হয়। পরের কয়েকদিনে এমুদের কৌশল বদলে যায়:

- তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যায়
- ঘণ্টায় ৫০ কিমি গতিতে দৌড়ে পালাত
- জটিল ভূ-প্রকৃতির সুবিধা নিত
- মেশিনগানের আওয়াজ শুনেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত

যুদ্ধের ফলাফল যা এলো,
প্রায় এক মাস ধরে চলা এই অভিযানে আনুষ্ঠানিকভাবে ৯৮৬ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এতে ২০০-২৫০টি এমু নিহত হয়।একসময় সেনাবাহিনীর গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায়, ফলে সরকারকে অপারেশন বন্ধ করতে হয়।

যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা:

১৯৩৪, ১৯৪৩ ও ১৯৪৮ সালে সরকার এমু নিয়ন্ত্রণের জন্য "বাউন্টি স্কিম" চালু করে, যেখানে কৃষকরা এমু শিকার করে তাদের চামড়ার জন্য অর্থ পেতেন। এই পদ্ধতিতে প্রায় ৫৭,০০০ এমু নিধন করা হয়। এবং বিশেষজ্ঞগণ একে অস্ট্রেলিয়ার পরাজিত সরকারের 'যুদ্ধাপরাধ' হিসেবে দেখেন।

পরিশেষে বলা যায়,
গ্রেট এমু ওয়ার হাস্যকর ঘটনা নয়, এটি প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে গভীর চিন্তার খোরাক জোগায়। খরা কিংবা এমুদের মাঝে দেখা দেয়া দুর্ভিক্ষ, ফলাফলে এতো এতো এমুর ভুক্তভোগী হওয়া এবং মানুষের বিপক্ষে এক অসম লড়াইয়ের সম্মুখীন হওয়া। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পিছনে পুরোপুরি হাত আছে মানুষেরই।

আজকের জলবায়ু সংকটের সময়ে এই ঘটনা
আমাদের মনে করিয়ে দেয় - প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা না করে তার সাথে কীভাবে বাঁচতে হয়, সেই শিক্ষা আমাদের নেওয়া উচিত। সাথেই একটা কথা সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে,
"প্রকৃতি কখনো পরাজিত হয় না - সে শুধু প্রতিশোধ নেয়।

-বিদ্যাবাড়ি সম্পাদকীয়

ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

এটি প্রকৃতি ও মানুষের সংঘাতের একটি ঐতিহাসিক ও অনবদ্য উদাহরণ। এই যুদ্ধ এটাও প্রমাণ করে যে প্রযুক্তি সবসময় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যাই হোক, মানুষ প্রকৃতিতে একটার পর একটা ভয়ংকর তাণ্ডব চালালেও প্রাণীরা কখনোই পাল্টা হামলা করেনি। তারা কখনোই বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশি চায় নি। তাই, অস্ট্রেলিয়া সরকারেরও শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, ফলাফল- বর্তমানে এমু অস্ট্রেলিয়ার সংরক্ষিত প্রজাতি।

এই ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পারি, শক্তিধর হলেই বোকার মতো ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে নেমে পরা কোন সমাধান নয়। আর প্রকৃতির সাথে তো কখনোই নয়। প্রাণীজগতের প্রতি আমাদের আরও শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরী।